Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 44:15 min.
ID: IDI_AMR204_HH_R_ 23 May 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	25	Class-IV	Caregiver	10,000 BDT	4.5 Years-Male	No	Tribe (Kuch)	Total=5; Child-1,Husband, Wife (Res.), Sister in Law, Mother-in-law

প্রশ্নর্কতা: আসসালামুলাইকুম, আপা আমি হচ্ছি এস এম এস। ঢাকা মহাখালী আইসিডিডিআর,বি কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি। আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি। মানে মানুষ এবং বাসাবাড়িতে যে সমস্ত পশু পাখি আছে, তারা যখন অসুস্থ হয়; তার জন্য আপনারা কোথায় যান পরামর্শ বা চিকিৎসার জন্য এবং অসুস্থতাসমূহের জন্য কোন এন্টিবায়োটিক কিনেন কিনা এবং এন্টিবায়োটিক কিনার পর সেগুলা কিভাবে ব্যবহার করেন সে বিষয়ে আমরা একটু জানতে চাই। আর গবেষনা থেকে যে সমস্ত তথ্য বা বিষয় আমরা জানতে পারবো, সেগুলো জনসাধারনকে ভবিষ্যতে উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহার করা হবে। যাতে সঠিকভাবে ও নিরাপদভাবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে পারে। এ বিষয়ে আমরা কাজ করবো। তো আপনার এই তথ্যগুলা সম্পূর্ণ গোপনীয় থাকবে এবং আপনি এটা আমাদেরকে দিচ্ছেন; এটা শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। যে বিষয়টা একটু আগে আমি আপনার সাথে শেয়ার করছি এবং আপনি সম্মত হইছেন ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য এবং আপনি স্বাক্ষর করছেন আমাদের কনসেন্ট পেপারে। তো আমরা শুরু করি। কি বলেন আপা।

উত্তরদাতা: হে কন।

প্রশ্নর্কতা: ধন্যবাদ। কেমন আছেন আপা?

উত্তরদাতা: ভালা।

প্রশ্নর্কতা: ভাল আছেন না ? যদি প্রথমে একটু বলি, আপনি কি হাউজ ওয়ার্ফ? নাকি অন্য কোন কাজ করেন?

উত্তরদাতা: সংসারে কাজ করি।

প্রশ্নর্কতা: এমনি চাকুরি বাকরি বা অন্য কোন কাজ করেন ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো আপনার পরিবারে কে কে আছে ?

উত্তরদাতা: ছেলে আছে, স্বামী আছে, শ্বাশুড়ি আছে, ননদ আছে।

প্রশ্নর্কতা: আপনি এবং আপনার স্বামী। আর আপনার ছেলের বয়স কত ?

উত্তরদাতা: সাড়ে চার বছর।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনার শ্বাশুড়ির বয়স ?

উত্তরদাতা: ৭০।

প্রশ্নর্কতা: আর ননদের বয়স?

উত্তরদাতা: কত জানি। কত ১৮।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনার বয়স কত ?

উত্তরদাতা: ২৫।

প্রশ্নর্কতা: তো মানে এই বাড়িতে যে সবাই একসাথে থাকেন; আপনারা যারা যারা আছেন, এরা ছাড়া মাঝে মধ্যে কি অন্য কেউ কি বেড়াতে আসে ?

উত্তরদাতা: আসে।

প্রশ্নর্কতা: কে আসে?

উত্তরদাতা: মা, বাবা, আত্মীয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে মা, বাবা মানে কার মা, বাবা ? আপনার ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনার স্বামীর সাইড থেকে ?

উত্তরদাতা: আসে। ভাই বোন আছে।

প্রশ্নর্কতা: থাকে ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: থাকে ? নাকি চলে যায়?

উত্তরদাতা: থাকে একদিন, দুইদিন।

প্রশ্নর্কতা: প্রায় আসে ? নাকি মাঝে মধ্যে?

উত্তরদাতা: মাঝেমধ্যে।

প্রশ্নর্কতা:আপনার বাড়িতে কি কি ধরনের প্রানী আছে ? গবাদি পশু কি কি আছে?

উত্তরদাতা: গরু আছে তিনটা। মোরগী আছে ছয়টা।

প্রশ্নর্কতা: গরু মানে কি ধরনের গরু ? গাই গরু কয়টা?

উত্তরদাতা: একটা। একটা বাছুর ছোট। আর একটা ষাড়।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই গরু গুলো আছে এগুলার দেখাশুনা কে করে ?

উত্তরদাতা: আমি আছি। আমার শ্বাশুড়ি আছে। ননদ আছে।

প্রশ্নর্কতা: কে বেশি সময় দেখাশুনা করে ?

উত্তরদাতা: আমার শ্বাশুড়ি আছে।

প্রশ্নর্কতা: মানে আপনি গরু দেখেন না ?

উত্তরদাতা: দেখি।

প্রশ্নর্কতা: মানি বেশিরভাগ সময় কে দেখে ?

উত্তরদাতা: শ্বাশুড়ি।

প্রশ্নর্কতা: তো পরিবারের মাসিক আয় কেমন ? ভাই কি কাজ করে?

উত্তরদাতা: চুল কাটে সেলুনে।

প্রশ্নর্কতা: উনি কত টাকা আয় করে মাসে ?

উত্তরদাতা: দিনে ৪০০-৫০০ করে।

প্রশ্নর্কতা: মাসে কয়দিন কাজ করে ?

উত্তরদাতা: মাসে ২০ দিন।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে দিনে যদি আমরা ৫০০ করে ধরি তাহলে মাসে হচ্ছে ১০,০০০ টাকা। ১০,০০০ টাকা, নাকি আর ও বেশি হবে ?

উত্তরদাতা: এ রকমই হবে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আপনাদের আর কি কি আছে ? এই ভিটা বাড়ি আপনাদের আছে। আর কি কি আছে?

উত্তরদাতা: আর কি আছে? আর কিছু নাই।

প্রশ্নর্কতা: গরু ছাগল আছে? ছাগল তো নাই। গরু আছে।

উত্তরদাতা: ছাগল নাই। গরু আছে। মুরগী আছে।

প্রশ্নর্কতা: এই তিনটা বাড়িই কি আপনাদের ?

উত্তরদাতা: হ। তিনটা ঘর।

প্রশ্নর্কতা: এইটা কি মাটির ঘর ? একটা দেখতেছি।

উত্তরদাতা: একটা মাটির। দুইটা টিনের।

প্রশ্নর্কতা: আর ভাড়াটিয়া আছে এখানে ? ভাড়া দিছেন কোন ঘর ?

উত্তরদাতা: না। না।

প্রশ্নর্কতা: আর ঘরের মধ্যে কি কি আছে ? আসবাবপত্র। ফ্রিজ আছে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: টিভি আছে?

উত্তরদাতা: না। টিভি ও নাই। কারেন্ট নাই।

প্রশ্নর্কতা: কারেন্ট নাই আপনাাদের? বাসায় কারেন্ট নাই?

উত্তরদাতা: না। কারেন্ট আসে নাইতো।

প্রশ্নর্কতা: আর কি কি আছে ? শোকেজ আছে?

উত্তরদাতা: শোকেজ আছে একটা।

প্রশ্নর্কতা: আলমারী ?

উত্তরদাতা: আলমারী নাই।

প্রশ্নর্কতা: আর কি আছে ? খাট ?

উত্তরদাতা: খাট নাই। চৌকি আছে।

প্রশ্নর্কতা: আর কি আছে ?

উত্তরদাতা: আর কিছু নাই।

প্রশ্নর্কতা: এখন যে বিষয়টা জানতে চাচিছ সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা নেয়া সম্পর্কে। আপনারা ধরেন কোন অসুখ বিসুখ হলে স্বাস্থ্যসেবাটা নেয়ার জন্য কোথায় যান ?

উত্তরদাতা: ডাক্তারের কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা: তো পরিবারের সবাই কি এখন ভাল আছে? সুস্থ আছে ? আপনার শ্বাশুড়ি, স্বামী-স্ত্রী আপনারা, বাচ্চা এবং আপনার ননদ সবাই ভাল আছে ? পরিবারের কেউ কি আছেন প্রায় সময় অসুস্থ হয়ে যায়?

উত্তরদাতা: হ্যা আছে। আমার শ্বাশুড়ি।

প্রশ্নর্কতা: উনার কি সমস্যা হয় ?

উত্তরদাতা: সমস্যা হয় জ্বর হয়। তারপর এমনি গ্যাসটিক আছে।

প্রশ্নর্কতা: আর ?

উত্তরদাতা: কয়দিন আগে তো ডায়রিয়া হইছিল।

প্রশ্নর্কতা: কতদিন আছে হইছিল ?

উত্তরদাতা: এই চার পাঁচ দিন আগে।

প্রশ্নর্কতা: কতদিন অসুস্থ ছিল?

উত্তরদাতা: দুই তিন দিন।

প্রশ্নর্কতা: তারপর সুস্থ হইছে কিভাবে ? ঔষধ খাইছে?

উত্তরদাতা: হা। ঔষধ খায়ে। আস্তে আস্তে।

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গায় ? কাকে দেখাইছে?

উত্তরদাতা: ডাক্তারের কাছ থেকে।

প্রশ্নর্কতা: কোন ডাক্তার এটা?

উত্তরদাতা: কোন ডাক্তারের কাছ থেকে? (পার্শ্বস্থ ননদকে উত্তরদাতা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন)

প্রশ্নর্কতা: মানে কোন জায়গায় এটা ? মির্জাপুর গেছিল ? নাকি কাছ থেকে ?

উত্তরদাতা: এই পাশে।

(৫ মিনিট ১৩ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: সরকারী হাসপাতালে গেছিল ? নাকি এখানে কোন ঔষধের দোকানে গেছিল ?

উত্তরদাতা: সরকারী হাসপাতাল আছে। এমনে ঔষধের দোকান আছে।

প্রশ্নর্কতা: শ্বাশুড়ি যে অসুস্থ হইছিল কোন জায়গায় গেছিল আপা ?

উত্তরদাতা: আমি তো ঠিক জানি না। দোকান থেকে আনছিল।

প্রশ্নর্কতা: এটা কার দোকান জানেন ?

উত্তরদাতা: ডা:১০ আছে। তারপর আর আর ও দোকান আছে।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন জায়গায় ? বাশঁতৈল বাজার, না বটতলা।

উত্তরদাতা: না এই যে এখানে, পাশে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। এখানে কে কে আছে ডাক্তারী করে ?

উত্তরদাতা: আছে তো মেলা। কয়জনের নাম বলবো ?

প্রশ্নর্কতা: কয়েকটা বলেন ?

উত্তরদাতা: .....ডাক্তার। ডা:১০ ।

প্রশ্নর্কতা: আর কয় একজনের নাম বলতে পারবেন আপা ?

উত্তরদাতা: আর নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। তাহলে যখন কেউ অসুস্থ হয় ? ধরেন আপনার শ্বাশুড়ি যে অসুস্থ হইছিল, তখন তার দেখাশুনা করছিল কে?

উত্তরদাতা: আমরাই করছি।

প্রশ্নর্কতা: আপনি? নাকি আপনার ননদ ? কে করছে?

উত্তরদাতা: এত সিরিয়াস আছিল না তো। একাই।

প্রশ্নর্কতা: তারপরে ও একজন দেখাশুনা করতে হয় যে, ঔষধ ঠিকমত খাচ্ছে কিনা ? সেটা কে করছে?

উত্তরদাতা: সে একাই খাইছে।

প্রশ্নর্কতা: মানে একটু দেখাশুনা করতে হয় না ? কে করছে? আপনি করছেন?

উত্তরদাতা: বেশি অবস্থা আছিল নাতো। কম আছিল।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা, এই মুহুতে কারও কি ডায়রিয়া ? বলছিলেন শ্বাশুড়ির হইছিল তিন চার দিন আগে ডায়রিয়া। এখনকি সুস্থ হয়ে গেছে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই মুহুতে কারও ডাযরিয়া, শ্বাসকষ্ট, জ্বর এ রকম কেউ কি আছে ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো বলতেছিলেন তিন চারদিন আগে ডায়রিয়া ছিল ? শুধু কি ডায়রিয়া ছিল? আর কি সমস্যা ছিল শ্বাশুড়ির?

উত্তরদাতা: আর কিছু না।

প্রশ্নর্কতা: শুধু ডায়রিয়া ? এটা যে তার এইবার হইছে, এর আগে কতদিন আগে তার ডায়রিয়া হইছিল ?

উত্তরদাতা: তিন চার দিন আগে।

প্রশ্নর্কতা: না এটা তো এইবার হইছে। এর আগে ও কি তার এরকম হইছিল ডায়রিয়া ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো এখন যেটা জানতে চাচ্ছি আপা এই যে কেউ যদি অসুস্থ হয়, তা হলে কার কাছে যান ? প্রায় সময় কি আপনাদের এখানে কিছু ঔষধের দোকান টোকান দেখছি আমি বটতলা।

উত্তরদাতা: সরকারি হাসপাতাল আছে। সেখানে যাই।

প্রশ্নর্কতা: সরকারি হাসপাতাল। কোথায় সেটা ?

উত্তরদাতা: চানু মার্কেট।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি রকম হাসপাতাল ? বড় না, ছোট?

উত্তরদাতা: কমিউনিটি ক্লিনিক।

প্রশ্নর্কতা: তো প্রায় সময় কি ঐখানে যান; না দোকানে যান বেশি ?

উত্তরদাতা: বেশিরভাগ ওখানে যায়।

প্রশ্নর্কতা: কেন যান ওখানে ? মানে কেন যান ওখানে ? ওখানে গেলে লাভটা কি ?

উত্তরদাতা: যেমন টাকা নেয় না তো। এমনে মাগনা দেয়। দুই টাকা করে নেয়। তারপরে ঔষধ দিয়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: দুই টাকা নেয়। আর ঔষধ দেয়। আর ঐ যে ডাক্তার যে, সেকি পাশ করা বড় ডাক্তার। না কি রকম ?

উত্তরদাতা: কি জানি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। ঐ যে হাসপাতালে যান, কে নিয়ে যায় ?

উত্তরদাতা: হাসপাতালে একাই যাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে এমনে আপনার পরিবারের কাউকে নিয়ে যান না সাথে করে ?

উত্তরদাতা: ছেলে আছে। ছেলেকে নিয়ে যাই সাথে করে।

প্রশ্নর্কতা: আর যদি শ্বাশুড়ি বা অন্য কেউ অসুস্থ হয়; তখন কে যায় ?

উত্তরদাতা: একাই যায়।

প্রশ্নর্কতা: শ্বাশুড়ি একা একা যায় ? উনি তো বয়স্ক মানুষ। উনি কি একা যায়, না সাথে কাউকে নিয়ে যায় ?

উত্তরদাতা: বেশি অসুস্থ হয় না তো। কম হইলে একাই যায়।

প্রশ্নর্কতা: তো কিছুক্ষন আগে বলতেছিলেন যে, শ্বাশুড়ি অসুস্থ হওয়ার পর উনাকে বাজারের ডা:১০ ডাক্তার বা আর ও অন্যান্য ডাক্তার থেকে এনে ঔষধ খাওয়াইছিলেন ? এখন আপনারা বলছেন, সরকার ছোট হাসপাতাল-কমিউনিটি ক্লিনিক যেটা ওটাতে যান। মানে কোন জায়গাতে আসলে বেশি যান ?

উত্তরদাতা: সরকারি হাসপাতালে বেশি যাই।

প্রশ্নর্কতা: কেন বেশি যান ?

উত্তরদাতা: ঐ যে বললাম দুই টাকা দিলে ঔষধ দেয়।

প্রশ্নর্কতা: এটা একটা লাভ। আর কোন লাভ কি আছে সরকারি হাসপাতালে গেলে ?

উত্তরদাতা: আর কি আছে।

প্রশ্নর্কতা: আর একটু চিন্তা করে বলেন আপা, সরকারি হাসপাতালে গেলে আর কি কি লাভ আছে ?

উত্তরদাতা: এইটায় আর কিছু না।

প্রশ্নর্কতা: তো ধরেন হাসপাতালে যাবেন-সরকারি হাসপাতালে যাবেন; নাকি ঔষধের দোকান থেকে গিয়ে ঔষধ কিনবেন; এই সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টা, সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন ?

উত্তরদাতা: মনের থেকে নেই।

প্রশ্নর্কতা: মনের থেকে কি আপনি নিজে নিজে নেন; নাকি কার ও সাথে পরামর্শ করেন ?

উত্তরদাতা: নিজে নিজেই নেই। যেখানে গেলে ভাল লাগবো।

প্রশ্নর্কতা: তো এটা ঘরের কর্তা যিনি বাচ্চার বাবা উনার সাথে পরামর্শ করেন; নাকি নিজে নিজেই নেন ?

উত্তরদাতা: নিজে নিজেই।

প্রশ্নর্কতা: উনার সাইড থেকে উনি কিছু বলে না ?

উত্তরদাতা: কি বলবো।

প্রশ্নর্কতা: মানে অসুস্থ হইছে এখন ধরেন আপনার শ্বাশুড়িকে নিয়ে যাবেন বা আপনি যাবেন-এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন ? একটা হচ্ছে নিজে নিজে।

উত্তরদাতা: নিজে নিজেই।

প্রশ্নর্কতা: আর কারও সাথে পরামর্শ করেন না?

উত্তরদাতা: না।

(১০ মিনিটি ০১ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। ধরেন, কোন ডাক্তার বলল-ঔষধ কিনতে হবে এক দোকান থেকে। আর ও কিছু ঔষধ কিনতে হবে দোকান থেকে ? কতটুকু কিনবেন বা ঔষধ কিনবেন কিনা? এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন ?

উত্তরদাতা: ঔষধতো আমি ভিটামিন এগুলা খাই না বেশি ।

প্রশ্নর্কতা: যদি ঔষধ কিনতে হয় আপা ? অসুস্থ হয় না মানুষ। মাঝে মধ্যেতো পরিবারের কেউ না কেউ অসুস্থ হয়।

উত্তরদাতা: জ্বরের টেবলেট ডাক্তারের কাছে গেলে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: গেলে ফ্রি দিলে তো নিলেনই। আর ও যদি কিছু কিনতে বলে সেটা কিনার জন্য সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে ?

উত্তরদাতা: না কিনি না।

প্রশ্নর্কতা: কিনেন না ? ধরেন কিছু দামী ঔষধ আছে যে সরকার ওগুলা দেয় না। ওরা বললো যে দোকান থেকে কিনে নিয়েন। তখন কি করেন ?

উত্তরদাতা: ডাক্তারের কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা: কোন ডাক্তারের কাছে ?

উত্তরদাতা: ঐ যে বললাম।

প্রশ্নর্কতা: ফামের্সীতে ?

উত্তরদাতা: হা।

প্রশ্নর্কতা: গিয়ে ওগুলা কিনেন ? তো এই যে ঔষধ কয়টা কিনবেন বা কতগুলো কিনবেন এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন? ধরেন, আপনাকে ঔষধ দিল ডাক্তার। পাওয়ারের ঔষধ দিল। একটু দামী ঔষধ দিল। যে ঔষধটা আসলে সরকারি আমাদের কাছে নাই। আপনি একটু বাইরে থেকে দোকান থেকে, ফামেসী থেকে কিনে নিয়েন। তখন গিয়ে আপনি বললেন যে ভাই আমাকে ঔষধ দেন। ধরেন, আপনাকে সাত দিনের ঔষধ দিল। আপনার তো সাত দিনের ঔষধ কিনতে অনেক টাকা লাগবে। এখন কত টাকার ঔষধ কিনবেন বা কিনবেন কিনা এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন? নিজে নিজে নেন বা কার সাথে পরামর্শ করে নেন ?

উত্তরদাতা: নিজে নিজে নেই।

প্রশ্নর্কতা: কয় দিনের কিনেন এমনে ধরেন সাত দিনের যদি ঔষধ দেয় ?

উত্তরদাতা: চার পাঁচ দিনের নেই।

প্রশ্নর্কতা: মানে পুরা ঔষধ নেন; নাকি অল্প করে কিছু কিনেন আগে ?

উত্তরদাতা: কম কইরা।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় কি কম কইরা কিনেন; নাকি পুরাটা কিনেন ?

উত্তরদাতা: কমই কিনি।

প্রশ্নর্কতা: কম করেই কিনেন। মানে যেটা বাহির থেকে কিনতে বলে। তো কম কিনার কারনটা কি আপা ? ধরেন, ডাক্তার বলছে সাতদিন। এটাতো ডাক্তার। ও বলেই দিছে সাতদিন। আপনি কম কিনতেছেন কেন ?

উত্তরদাতা: পরে আবার ফুরালে পরতে কিনমু।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় যে কম কিনেন, পরে ফুরায়ে গেলে কি আবার কিনেন; নাকি কিনেন না ?

উত্তরদাতা: আমার মন চাইলেতো কিনি। মন না চাইলে কিনি না।

প্রশ্নর্কতা: যদি সুস্থ হয়ে যান ? ভাল হয়ে যান ?

উত্তরদাতা: আর কিনমু না।

প্রশ্নর্কতা: তো বেশিরভাগ সময় কি ভাল হয়ে গেলে আর কিনেন না ? নাকি কোর্স কমপ্লিট করেন ? কি করেন আপা ? মানে এমনে আপনাদের প্যাকটিস যেটা আরকি স্টো জানতে চাচ্ছি।

উত্তরদাতা: অসুস্থ হয়ে গেলে কম টাকা দিয়ে কিনি। তারপরে ভাল হলে তো আর কিনি না।

প্রশ্নর্কতা: মানে যে কয় দিন খাইতে বলে, ভাল হয়ে গেলে আর কিনেন না ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। তাইলে এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, মানে ঔষধ কিনার জন্য বেশিরভাগ সময় কোন জায়গায় যান ? বাঁশতৈল বাজারে যান ? নাকি এখানে যান।

উত্তরদাতা: এইখানে যাই।

প্রশ্নর্কতা: বটতলা ?

উত্তরদাতা: সরকারি হাসপাতাল আছে। চানু মার্কেট।

প্রশ্নর্কতা: হ্যাঁ চানু মার্কেট। আর কোথায় যান ?

উত্তরদাতা: ঐ যে ডাক্তারের দোকানে।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন জায়গা ? বটতলা, চানু মার্কেট ?

উত্তরদাতা: এই যে পাশে।

প্রশ্নর্কতা: এটাকে বটতলা বলে না ?

উত্তরদাতা: বটতলা না।

প্রশ্নর্কতা: ঐ যে ডা:১০ ? ডুকতেই (কুচ পাড়ায়) যাদের বাড়ি।

উত্তরদাতা: হে।

প্রশ্নর্কতা: এখানে কয়জন থাকে ?

উত্তরদাতা: পাঁচ, ছয় ভাই আছে মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা: পাঁচ, ছয় ভাই। ওরা সবাই ডাক্তার ওদের বাড়িতে যান ? তো ওরা কোন ভিজিট নেয়? টাকা নেয় ?

উত্তরদাতা: টাকা নেয়।

প্রশ্নর্কতা: কত নেয় ?

উত্তরদাতা: যা দাম (ঔষধের দাম) তাই নেয়।

প্রশ্নর্কতা: না। না। ঔষধের দাম নেয়। কিন্তু, এমনি কোন ভিজিট নেয় ?

উত্তরদাতা: ভিজিট নেয় না।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে উনার থেকে নেন ? ধরেন উনি লেখে দিল। লিখে দেয় ? নাকি মুখে বলে দেয় ?

উত্তরদাতা: এমনেই (মুখে বলে দেয়)।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ দোকান থেকে দেয় ?

উত্তরদাতা: দোকান থেকে।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে এই জায়গাটাকে কি বলে বটতলা; নাকি চানু মার্কেট ?

উত্তরদাতা: বটতলা।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে বেশিরভাগ সময় কোন জায়গা থেকে কিনেন ? বটতলা নাকি---

উত্তরদাতা: বটতলা।

প্রশ্নর্কতা: বাঁশতৈল যান না ?

উত্তরদাতা: বাঁশতৈল যাই না তো।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো এই যে ঔষধ কিনতে হবে বা দোকানে গিয়ে যে ঔষধ কিনেন এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন ? নিজে নেন; নাকি কার সাথে বুদ্ধি করেন ?

উত্তরদাতা: বুদ্ধি করি কি, স্বামী আছে। তার সাথে বলি যে, এই ঔষধ কিনন লাগবো। তখন হেই বলে কিনো গা।

প্রশ্নর্কতা: তো কোন জায়গা থেকে কিনবেন ? কয়টা কিনবেন ? কয় দিনের জন্য কিনবেন ? এ গুলা সম্পর্কে কি কিছু বলে ? কি বলে ?

উত্তরদাতা: না। অসুস্থ আমি। আমি একাই যাই।

প্রশ্নর্কতা: যখন সে টাকা দেয়, তখন বলে না এত টাকা নিচ্ছ ?

উত্তরদাতা: না। কি বলবো। ঔষধ খন লাগে।

প্রশ্নর্কতা: তো যেটা বলতেছিলাম আপা, ঔষধ কিনার জন্য আপনি একাই যান; নাকি সাথে আর কেউ যায় ?

উত্তরদাতা: একাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই যে আপনার সরকারি ক্লিনিক বা কমিউনিটি ক্লিনিক বলছিলেন, সরকারি ছোট হাসপাতাল যেটা উঠাতে যান। তো ঐটাতে গেলে অল্প টাকায় বিনামূল্য ঔষধ পাওয়া যায় দুই টাকা দিয়ে এটা একটা সুবিধা। আর ঐখানে যে সমস্ত ডাক্তার ডাক্তারী করে ওদের যোগ্যতা কেমন ?

উত্তরদাতা: ভালাই।

প্রশ্নর্কতা: ওদের কোন বড় ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট আছে ? কিছু জানেন এ বিষয়ে ?

উত্তরদাতা: জানি না।

(১৫ মিনিট ০১ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। মানে এখানে গেলে কোন বাধা বা সদস্যা হয় ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: কোন সদস্যা হয় না ? মানে সর্বশেষ যে হাসপাতালে গেছিল, মানে কে গেছিল ? আপনাদের ফ্যামিলি থেকে।

উত্তরদাতা: সবাই যায়।

প্রশ্নর্কতা: না। না। মানে লাস্ট কে গেছিল ? শেষবার। একদম শেষবার। শ্বাশুড়ি অসুস্থ হইছিল তিন দিন আগে। উনি ওখানে গেছিল?

উত্তরদাতা: না। যায় নাই।

প্রশ্নর্কতা: বটতলা দোকান থেকে যে কিনছিল শ্বাশুড়ির ঔষধ, সেটা কে কিনছিল ? আপনি কিনে এনে দিছিলেন; নাকি সে নিজে নিজে গিয়ে কিনছিল ?

উত্তরদাতা: বাচ্চার বাবা কিনে দিছিল।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম আপা, ধরেন আপনার এখানে যখন কেউ অসুস্থ হয়; তখন ঔষধ এখানে বটতলাতে যে ফার্মেসী গুলো আছে সেখান থেকে আনেন বলতেছেন ?

উত্তরদাতা: হা। হা।

প্রশ্নর্কতা: আর সরকারি হাসপাতাল ছোট যেটা উটাতে বেশি যান বলতাছেন ? দুইটার মধ্যে কোনটাতে বেশি যান ?

উত্তরদাতা: হাসপাতালে বেশি যাই।

প্রশ্নর্কতা: সরকারি হাসপাতাল থেকে কি সব ঔষধ ফ্রি দিয়ে দেয় ? নাকি কিছু বাহির থেকে কিনেন ?

উত্তরদাতা: ঐখান থেকে দেয়। যা চাইবেন দেয়। ভিটামিন। এমনে অন্য ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: যদি একটু দামী ঔষধ, পাওয়ারের ঔষধ ? ঐটাকে কি ওরা বাহির থেকে কিনতে বলে ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। পাওয়া যায় ওখানে পাওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা: বাহির থেকে কি কিনতে বলে না কোন ঔষধ ?

উত্তরদাতা: বাহির থেকে তো ভিটামিন খাই না বেশি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো বাহির থেকে যদি কোন ঔষধ কিনতে বলে, বলে আমার এখানে পাঁচটা ঔষধ লিখলাম; দুইটা আছে আর তিনটা বাহির থেকে কিনে নিয়েন ? তখন আপনি কিনেন বাহির থেকে।

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গা থেকে কিনেন ?

উত্তরদাতা: এই যে বললাম বটতলা থেকে।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন আপা যেটা জানতে চাচিছ যে, লাস্ট শেষবার গেছিলেন আপনি গেছিলেন কোন জায়গায় ? আপনার শ্বাশুড়ি তো বললেন অসুস্থ হইছিল। তিন চার দিন আগে ডায়রিয়া হইছে। এখান থেকে ডাক্তারকে দেখায়ে ঔষধ এনে খাইছেন।

উত্তরদাতা: ঐ যে বললাম ডাক্তারের থেকে।

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গায় হাসপাতাল ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: ফার্মেসী থেকে ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: এর আগে যে অসুস্থ হইছিল কেউ, তখন সে কোথায় গেছিল ?

উত্তরদাতা: সরকারি হাসপাতালে।

প্রশ্নর্কতা: মানে কে অসুস্থ ছিল সেটা ?

উত্তরদাতা: তারপরে আর কেউ অসুস্থ ছিল না তো।

প্রশ্নর্কতা: এর আগে ? অসুস্থ হইছিল কেউ ? আপনি ? বাচ্চা ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। সেখান থেকে (সরকারি হাসপাতাল) মানে কি ধরনের ঔষধ দেয় ?

উত্তরদাতা: ভিটামিন দেয়। জ্বরের দেয়। গ্যাসটিকের। তারপর হাগার। ডায়রিয়ার। আর ও বিভিন্ন ধরনের ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: আর যদি ধরেন কোন বড় ধরনের বিপদ আপদ হয় ? কাটা ছিড়া বা কোন ধরনের ইয়া হয় ঐইটার ঔষধ ?

উত্তরদাতা: আমাদেরতো ঐ ধরনের অসুখ হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা: কোন ধরনের যদি কারও সিজার হয় ?

উত্তরদাতা: না। আমাগো বাড়িতে নাই।

প্রশ্নর্কতা: আপনার যে বাচ্চা হইছিল ?

উত্তরদাতা: বাড়িতেই হইছিল।

প্রশ্নর্কতা: কোন ঔষধ খাইতে হয় নাই ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: কোন একটু দামি ঔষধ খায় না শ্বাশুড়ি ?

উত্তরদাতা: ঐ খায় ভিটামিন। গ্যাসটিকের টেবলেট খায়।

প্রশ্নর্কতা: আর কি খায় ?

উত্তরদাতা: গ্যাসটিকের টেবলেট খায়।

প্রশ্নর্কতা: তো একটা জিনিষ হচ্ছে যে এন্টিবায়োটিক ? ঔষধের মধ্যে তো অনেক ধরনের ঔষধ আছে; গ্যাসটিকের জন্য খায়। বিভিন্ন ধরনের ঔষধ আছে। এন্টিবায়োটিক ?

উত্তরদাতা: ঐ যে বেশি দামের পাঁচ টাকা কইরা। কি জানি কয় ? স্যাকলো।

প্রশ্নর্কতা: স্যাকলো তো একটা ঔষধ ? এর চেয়ে ও দামি ঔষধ আছে না ? পাওয়ারের ঔষধ?

উত্তরদাতা: পাওয়ারের ঔষধ আর খায় না।

প্রশ্নর্কতা: এমনি এন্টিবায়োটিক ? বাচ্চা খায় না ?

উত্তরদাতা: বাচ্চাকে ভিটামিন খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা: আর এমনি এন্টিবায়োটিক ঔষধের নাম শুনছেন ?

উত্তরদাতা: শুনছি। কিন্তু খায় নাই।

প্রশ্নর্কতা: আসলে এন্টিবায়োটিক ঔষধটা কি ? আপনি একটু বলতে পারবেন ? কি বুঝেন এন্টিবায়োটিক বলতে ?

উত্তরদাতা: খাই নাই। কি বলবো।

প্রশ্নর্কতা: না। একটা ধারনা। ধরেন আপনি তো পড়াশুনা করছেন। এখন আপনি যদি একটু বুঝায়ে বলেন, আমরা বলি না; ডাক্তার এন্টিবায়োটিক দিছে। খাইলে মাথা ঘুরাইতেছে বা দুধ খাইতে হয় বা দূর্বল লাগে ? এরকম যে এন্টিবায়োটিক এটা আসলে কি?

উত্তরদাতা: খাই নাই। কি বলবো।

প্রশ্নর্কতা: আমরা অনেক সময় বলি না, যে পাওয়ারের ঔষধ। যে ঔষধার নরমাল ঔষধের চেয়ে পাওয়ার অনেক বেশি। ধরেন, যখন আপনার ডায়রিয়া বা জ্বর হইছে, তখন ডাক্তার দিছে। এটা সাধারনত দিনে দুইবার করে পাঁচ থেকে সাত দিন খাইতে বলে। একটা নিদিষ্ট সময় পর পর খেতে বলে। এ ধরনের কোন ঔষধ কি দিছিল আপনাকে ? একটু খেয়াল করতে পারেন ?

উত্তরদাতা: এ ধরনের ঔষধতো খাই নাই আমি।

(২০ মিনিট ০০ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আপনি খান নাই। বাচ্চাকে খাওয়াই ছিলেন ? আপনার শ্বাশুড়ি ?

উত্তরদাতা: না। খায় নাই।

প্রশ্নর্কতা: বাচ্চার বাবা ?

উত্তরদাতা: না। খায় নাই। হেয় তো ঔষধ খায় না।

প্রশ্নর্কতা: অসুখ বিসূখ হইলে খায় না এধরনের ঔষধ ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আপনার যে গবাদি পশু, এই যে গরু। গরুদের কি খাওয়াই ছিলেন এ ধরনের ঔষধ ?

উত্তরদাতা: কৃমির ঔষধ খাওয়াই ছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: আর ?

উত্তরদাতা: আর কিছুই না।

প্রশ্নর্কতা: তো এন্টিবায়োটিক যে ঔষধটা যেটা শুনছেন আপনে ? এ ধরনের ঔষধটা কেন ব্যবহার করা হয় ? কি মনে হয় ?

উত্তরদাতা: ভালোর জন্য।

প্রশ্নর্কতা: কি ভালোর জন্য ? ধরেন ডায়রিয় বা শ্বাসকষ্ট আছে। এটা খাইলে কি লাভ হবে ?

উত্তরদাতা: অসুখ ভাল হবে।

প্রশ্নর্কতা: আর ?

উত্তরদাতা: আর কি।

প্রশ্নর্কতা: মানে একটা তো অসুখ ভাল হবে ? ঔষধটা খাইলে কিভাবে ভাল হবে ?

উত্তরদাতা: সুস্থ হবে।

প্রশ্নর্কতা: আর কি হবে আপা ? মানে কোন ধরনের অসুখ ভাল করে এই এন্টিবায়োটিকটা ?

উত্তরদাতা: আমি তো খায় নাই। কেমনে কমু বলেন।

প্রশ্নর্কতা: না মানে কি ধরনের অসুখ ভাল করে ? আপনি তো বললেন এন্টিবায়োটিক খাইলে অসুখ ভাল করে। কিন্তু কি ধরনের অসুখ ভাল করে ? কয়েকটা অসুখের নাম বলতে পারবেন ?

উত্তরদাতা: না। আমিতো খাই নাই। কেমনে বলবো।

প্রশ্নর্কতা: আপনার বাচ্চা বা পরিবারের কেউ খায় নাই ? ননদ বা শ্বাশুড়ি ?

উত্তরদাতা: কেউ খায় নাই।

প্রশ্নর্কতা: একটু পাওয়ারফুল ঔষধ ? দামি ঔষধ?

উত্তরদাতা: কেউ খায় নাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই যে যদি এন্টিবায়োটিক কিনতে হয়, এটা কোথায় পাওয়া যায় ? আপনি কি জানেন ?

উত্তরদাতা: ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্নর্কতা: কোন ডাক্তারের কাছে ? দোকানে পাওয়া যায়? নাকি ডাক্তারের কাছে পাওয়া যায় ? মানে ফার্মেসীতে বলতাছেন ? ডাক্তারের কাছে বলতে কোন জায়গায় ?

উত্তরদাতা: এই যে বটতলা। ঔষধের দোকানে।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই এন্টিবায়োটিক ঔষধটা শরীরে কেমনে কাজ করে এটা কি আপনি জানেন ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। তো এন্টিবায়োটিক, এ ধরনের দামি ঔষধ কিনার জন্য কোন প্রেসক্রিপশন লাগে ?

উত্তরদাতা: না। এমনিই বললেই দেয়।

প্রশ্নর্কতা: কিভাবে দেয় ?

উত্তরদাতা: বললাম যে অসুখ হইছে, ঔষধ দেন না গো। সেটা দিয়া দেয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে সেটা যে কোন ধরনের ঔষধ ? দামি ঔষধ হোক বা কোন প্রেসক্রিপশন লাগে না ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো যখন দেয়, তখন উনি কি একটু বলে যে, কিভাবে খাবেন, কয়দিন খাবেন ?

উত্তরদাতা: ধরেন দুপুরে খাইলে দুপুরে। সকালে খাইলে সকালে। একটা বিকেলে বলে।

প্রশ্নর্কতা: কি বলে ?

উত্তরদাতা: ধরেন, সকালে এটা ঔষধ খন লাগবো দুই বেলা। বিকেলে আর সকালে। এটাই। আর কি ?

প্রশ্নর্কতা: কতক্ষন পর পর খাইতে হবে ? কয়টা করে খাইতে হবে বা কতদিন খাইতে হবে ? এ গুলা বলে দেয় সব ?

উত্তরদাতা: হা সব বলে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: মানি যিনি ঔষধ বিক্রি করতেছে উনিই সব বলে দেয় ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: কোন কাগজে লিখে দেয় না ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। মানে যিনি ডাক্তার উনার পড়াশুনা কি রকম ? উনি কি অনেক বড় পাশ করা ডাক্তার ? নাকি গ্রাম্য।

উত্তরদাতা: মেট্রিক পাশ।

প্রশ্নর্কতা: আর কি পড়াশুনা করছে স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা বিষয়ক ?

উত্তরদাতা: কি জানি। আমি জানি না।

প্রশ্নর্কতা: মানে ঔষধ যখন ডাক্তার আপনাকে দেয়, তখন কোন একটা নিদিষ্ট এন্টিবায়োটিকের প্রতি আপনি গুরুত্ব দেন ? ধরেন এইটা খাইলে আমি ভাল হয়ে যাব। আমার যে বারবার এ রকম অসুখ হচ্ছে। কোনটা ? কি খান ? পছন্দ করেন ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঔষধতো খাই নাই এখন তরি।

প্রশ্নর্কতা: খান নাই ? মানি আপনার এই যে, ২৫ বছর বয়স বলতাছেন, এর মধ্যে আপনি একটা এন্টিবায়োটিক ও খান নাই ?

উত্তরদাতা: এমনি সমস্যা আছিল হেটার জন্য খাইছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: কি খাইছিলেন বলেন ?

উত্তরদাতা: ঘাঁ এর জন্য।

প্রশ্নর্কতা: কবে হইছিল এই ঘাঁ ?

উত্তরদাতা: এটা মেলাদিন আগে।

প্রশ্নর্কতা: তো আচ্ছা। কিসে ঘাঁ হইছিল ?

উত্তরদাতা: দুই তিন মাস আগে।

প্রশ্নর্কতা: কিসে ঘাঁ হইছিল ?

উত্তরদাতা: প্রসাবের জায়গায়।

প্রশ্নর্কতা: তো হওয়ার পরে এন্টিবায়োটিক দিছিল ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ এগুলা দাম কেমন ছিল আপা ?

উত্তরদাতা: আনছিলাম ২২০ টাকা দিয়া।

প্রশ্নর্কতা: কয়টা ২২০ টাকা দিয়া ?

উত্তরদাতা: একটা করে চার পাঁচ দিন খাওয়ার জন্য।

প্রশ্নর্কতা: মানে ডাক্তার দিছিল কয়দিন খাওয়ার জন্য ?

উত্তরদাতা: চার পাঁচ দিনের জন্য।

প্রশ্নর্কতা: চার পাঁচ দিন খাইছেন ? দিনে কয়টা করে ?

উত্তরদাতা: দিনে সকালে একটা, বিকালে একটা, রাতে একটা।

প্রশ্নর্কতা: এভাবে চার পাঁচ দিন দিছিল, খাইছিলেন ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: এটা ঔষধ আনছিলেন কোন জায়গা থেকে ?

উত্তরদাতা: বাঁশতৈল থেকে।

প্রশ্নর্কতা: কোন ডাক্তার দেখাইছিলেন এটা ?

উত্তরদাতা: কোন ডাক্তার জানি। মানে মনে নাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে পাশ করা কোন ডাক্তার; নাকি ঔষধ বিক্রি করে ?

উত্তরদাতা: হে ভাল আছে। ঔষধ বিক্রি করে।

(২৫ মিনিট ০১ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: ঐখানে আমি যতটুকু জানতাম ডা:১২, ডা:১১?

উত্তরদাতা: আমার মনে নাই। ডা:১।

প্রশ্নর্কতা: হ্যাঁ, আমি ও নাম শুনছি উনার। এটা কবে বললেন আপা কতদিন আগে ?

উত্তরদাতা: দুই তিন মাস আগে।

প্রশ্নর্কতা: তো কয়দিনের জন্য ঔষধ দিছিল বলছিলেন ?

উত্তরদাতা: দুই তিন দিনের জন্য।

প্রশ্নর্কতা: যে কয়দিনের জন্য ঔষধ দিছিল পুরা কিনছিলেন ? নাকি অল্প করে কয়েকদিনের জন্য কিনছিলেন ?

উত্তরদাতা: অল্প কিনা কত খাইছি, কত ফেলে দিসি। হা হা হা।

প্রশ্নর্কতা: ফেলে দিছেন কেন ? মানে পুরাটা খাননি কেন আপা ?

উত্তরদাতা: ভাল লাগে না খাইতে।

প্রশ্নর্কতা: খাইলে কি সমস্যা হয় ? সমস্যা কি? মানে কেন খেতে পারেন না?

উত্তরদাতা: এমনেই।

প্রশ্নর্কতা: মানে কি রকম হয় ?

উত্তরদাতা: এমনেই। গলাই টেকে পরে খাইতে পারি না।

প্রশ্নর্কতা: আর কি রকম লাগে? কোন ধরনের সদস্যা হয় শরীরে ? মাথা ঘুরে ? দূর্বল লাগে? অনেকে বলে যে দূর্বল লাগে। এ রকম কোন সদস্যা হয় ?

উত্তরদাতা: না এরকম কোন সদস্যা নাই।

প্রশ্নর্কতা: গলাই আটকে যায় একটা সদস্যা বললেন । আরকি সদস্যা ?

উত্তরদাতা: আর সদস্যা নাই। ২৬:০৮

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক যে গোপাল ডাক্তার দিছিল সে কি কোন কাগজে লেখে দিছে কেমনে খাইতে হবে ?

উত্তরদাতা: না দেয় নাই। মুখে বইল্যা দিছে।

প্রশ্নর্কতা: আর টাকা রাখছিল কত ?

উত্তরদাতা: ২২০ টাকা।

প্রশ্নর্কতা: কত গুলি ঔষধ দিছিল খেয়াল আছে ?

উত্তরদাতা: দুই রকমের ঔষধ। একটা হলুদ। একটা ঐ এন্টিবায়োটিক। একটা সাদা। তিন রকামের ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: তো যেটা বললেন এন্টিবায়োটিক ? এই এন্টিবায়োটিক ঔষধটা আসলে কি? এটা আসলে খাইলে--

উত্তরদাতা: ভাল হবে।

প্রশ্নর্কতা: তো এই এন্টিবায়োটিক এই জিনিষটা আসলে কি ? এটা শরীরে ডুকে কি করছে আপা ?

উত্তরদাতা: রোগ ভাল করছে।

প্রশ্নর্কতা: আপনার প্রসাবের রাস্তায় বলছিলেন ইনফেকশন হইছিল ? কি রকম সমস্যা হত? জ্বালাপোড়া করতো ?

উত্তরদাতা: চুলকাইতো।

প্রশ্নর্কতা: পরে ঔষধ খাওয়ার পরে ভাল হয়ে গেছে ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তাহলে এন্টিবায়োটিক আপা যেটা আপনি বললেন একটু আগে। এটি কি আপনি খেয়ে খুশি যে তার থেকে আপনি নিয়ে গিয়ে খেয়ে সুস্থ হয়ে গেছেন ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: মানে উনি সে গুলি লিখছিল সবগুলিই কি খাইছিলেন ? খেয়াল আছে ? দুই মাস আগে তো বেশি দেরি হয় নাই।

উত্তরদাতা: অর্ধেক খাইছি। বললাম না। অর্ধেকতো খায় নাই।

প্রশ্নর্কতা: বাকি গুলা কি করছেন ঔষধ ?

উত্তরদাতা: ফেলে দিছি।

প্রশ্নর্কতা: নাকি পরিবারের আর কারও জন্য রাখছেন ?

উত্তরদাতা: না, ফেলে দিসি। কারন নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আপনি কি সুস্থ হয়ে গেছেন ঔষধ গুলি খেয়ে ? অর্ধেক খেয়ে ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: মানে অন্য কারও জন্য কি ঔষধগুলো রেখে দেন নাই ? মানে আমি তো ভাল হয়ে গেছি। অন্য কারও যদি হয় ?

উত্তরদাতা: না। নষ্ট হয়ে গেছে ফেলে দিছি।

প্রশ্নর্কতা: নষ্ট হয়ে গেছিল মানে কি হইছিল ? মানে ওগুলাতো একটা প্যাকেটের মধ্যে বা ভিতরে ছিল না ? তাহলে তো ওগুলা রাখলে পরে কেউ খেতে পারতো; কিন্তু ফেলে দিলেন কেন?

উত্তরদাতা: ঐ যে বললাম দুই তিন মাস হইছে। নষ্ট হয় না। তার জন্য ফেলে দিসি।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন কোন ঔষধ ঘরে আছে আপা যে, কেউ অসুস্থ হইছে বা রেখে দিছেন ভবিষ্যতে কেউ অসুস্থ হলে খাবে ? এ রকম কোন ঔষধই নেই ?

উত্তরদাতা: এমনি আছে জ্বরের, গ্যাসটিকের কিছু।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনার শ্বাশুড়ি কোন ঔষধ খায় ? উনার কোন ঔষধ আছে ?

উত্তরদাতা: উনার কোন ঔষধ নাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে উনি কি জানি একটা সমস্যা বলতেছিল ?

উত্তরদাতা: ডায়রিয়া হইছিল।

প্রশ্নর্কতা: তো ডায়রিয়ার জন্য যে ঔষধ আনছিল, এরকম কোন্ ঔষধ কি আছে বর্তমানে ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: কোন এন্টিবায়োটিক ঔষধ কি আছে বর্তমানে ? আপা, খেয়াল আছে ?

উত্তরদাতা: এমনে হাগার বড়ি দিছে।

প্রশ্নর্কতা: আর স্যালাইন ? আর কিছু দিছিল? আসলে আমি ডাক্তার না। এমনি ডায়রিয়া হইছে স্যালাইন দিতে হয় তো এজন্য বললাম আরকি। তো আপা এন্টিবায়োটিক এর গায়ে একটা তারিখ দেয়া থাকে আপা। যে এটা কতদিন খাওয়া যাবে ?

উত্তরদাতা: তারিখ তো দেখি নাই আমি।

প্রশ্নর্কতা: না এটা আপনি জানেন কিনা ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: যে কোন ঔষধের গায়ে; বিশেষ করে এন্টিবায়োটিকের গায়ে একটি তারিখ দেয়া থাকে আপা ? মানে কতদিন পর্যন্ত ঔষধটা খাওয়া যাবে।

উত্তরদাতা: খেয়াল করি নাই।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ কেনার সময় এটা কি খেয়াল করেন তারিখ ঠিক আছে কিনা ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো এটা কি বুঝেন আপা যে ঔষধের তারিখ চলে যায় এটা খাওয়া ঠিক না ? এটা কি বুঝেন আপা ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: মানে ধরেন যে কোন ঔষধ তৈরী করলো ওটার গায়ে একটা তারিখ দিয়ে দেয়। ওমুক বছরের এত তারিখ পর্যন্ত খাওয়া যাবে ?

উত্তরদাতা: খেয়াল করি নাই তো। দেখি না তো।

প্রশ্নর্কতা: মানে সব সময় কি দেখেন না ? নাকি মাঝে মধ্যে দেখেন না ?

উত্তরদাতা: দেখি না বেশিরভাগ সময়।

প্রশ্নর্কতা: কেন দেখেন না আপা ?

উত্তরদাতা: ডাক্তারে দেয়। ভাল ঔষধই দেয়, এই জন্য দেখি না।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু যে কিনতেছে সেও একটু দেখে নিলে ভাল হয় না ?

উত্তরদাতা: দেখি না তো।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে আপা, এন্টিবায়োটিক বলছিলেন আপা যে আপনি খাইছিলেন আপনার ঐ যে প্রসাবের জ্বালার জন্য ? তো এটা খাইলে কি মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: কেন ক্ষতি করতে পারে না ?

উত্তরদাতা: রোগ ভাল হয়। তার জন্য।

(৩০ মিনিট ০৩ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আর এমনি আমরা বলি না, ঔষধের একটা সাইড এফেক্ট আছে। রি-একশন হয় ঔষধের। এ রকম কোন ক্ষতি করতে পারে এন্টিবায়োটিক ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো আপা আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে, আপনার এখানে যে গরু পালেন, এখন কি সবাই সুস্থ আছে ? ছয় সাতটা মুরগী প্লাস গরু।

উত্তরদাতা: হা। সুস্থ আছে সব।

প্রশ্নর্কতা: কোন সদস্যা নাই কারো ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। যদি প্রানীগুলি অসুস্থ হয় ? যদি এদেরকে ঔষধ খাওয়াইতে হয়; মানে সে সিদ্ধান্তটা কে নেয় ?

উত্তরদাতা: শ্বাশুড়ি আছে। স্বামী আছে। আমি আছি।

প্রশ্নর্কতা: কে ডিসিশনটা নেয়? মানে সিদ্ধান্তটা নেয় ? আপনি নেন ? শ্বাশুড়ি নেয়; নাকি আপনার স্বামী নেয় ?

উত্তরদাতা: শ্বাশুড়ি আছে। বলে যে ঔষধ খাওয়ানো লাগবো। ডাক্তারের দোকান থেকে ঔষধ এনে খাওয়ায়।

প্রশ্নর্কতা: মানে সেক্ষেত্রে কি স্বামীর অনুমতি লাগে ? নাকি শ্বাশুড়ি বললে হয় ?

উত্তরদাতা: শ্বাশুড়ি বললে হয়।

প্রশ্নর্কতা: তো টাকা লাগবে না ? টাকাটা দিবে কে ?

উত্তরদাতা: টাকা স্বামী দেয়।

প্রশ্নর্কতা: তো উনি কিছু জিজ্ঞাস টিজ্ঞাস করে না বা কিছু জানতে চায় না ?

উত্তরদাতা: জানতে চায় যে অসুখ ভাল হইল নাকি ?

প্রশ্নর্কতা: তার মানে কি আপনারা তিন জনে কি আলাপ করে সিদ্ধান্তটা নেয় ? তিনজনে মিলে কি সিদ্ধান্ত নেয়; নাকি একা একা ?

উত্তরদাতা: ঐ যে বললাম শ্বাশুড়ি বলে ঔষধ আনা লাগবো। তারপর স্বামীর থেকে টাকা নিয়ে ঔষধ আনি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। বুঝতে পারছি। তো এই যে তিনটা গরু এবং মুরগী এগুলাকে কোন সময় এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ খাওয়াইছিলেন ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: এগুলাকে কত দিন ধরে পালতেছেন ?

উত্তরদাতা: গরু তো আজকে দুই তিন বছর ধরে পালতেছি।

প্রশ্নর্কতা: এই দুই তিন বছরের মধ্যে কি একবার ও কি অসুখ হয় নাই গরুগুলার ? একটু খেয়াল করেন তো আপা। কি অসুস্থ হয়ছিল? যে এন্টিবায়োটিক খাওয়াতে হইছে?

উত্তরদাতা: হাগা হইছিল গরুর। কি ঔষধ জানি দিছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: কয়দিন খাওয়াইতে বলছিল এটা ?

উত্তরদাতা: দুই দিন।

প্রশ্নর্কতা: কয়টা করে দিনে খাওয়াইতে বলছিল ?

উত্তরদাতা: দশ টাকা করে নিছিল।

প্রশ্নর্কতা: কয়টা করে খাওয়াইতে বলছিল দিনে ?

উত্তরদাতা: দিনে দুই বেলা খাওয়াইছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: এটা কত দিন আগে হইছিল আপা ?

উত্তরদাতা: মাসখানেক হইছে।

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গায় গেছিলেন ? এটা কোন ডাক্তার দেখছিল; নাকি ?

উত্তরদাতা: ঐ যে পাশে গেছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: কোন ডাক্তার এটা ?

উত্তরদাতা: পশু ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: কি নাম উনার ?

উত্তরদাতা: ডা:১৯। ভাল ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: ও তো উনার কাছে যখন গেছিলেন উনি কি কাগজে লেখে দিছিল; নাকি মুখে বলে দিছিল ?

উত্তরদাতা: মুখে বলে দিছিল।

প্রশ্নর্কতা: আর কোন টাকা পয়সা নিছিল ?

উত্তরদাতা: ও যে বললাম দশ টাকা করে নিছিল।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধের দাম ? আর ডা:১৯ সাহেব কোন টাকা নিছিল ?

উত্তরদাতা: কোন টাকা নেয় না। শুধু ঔষধের দাম যেটা আছে ওটা নেয়।

প্রশ্নর্কতা: মানি উনার কি ঔষধের দোকান আছে ?

উত্তরদাতা: সে দোকান করে বাঁশতৈল এ।

প্রশ্নর্কতা: সেখানে কি সে পশুর ঔষধ বিক্রি করে; নাকি মানুষের ঔষধ ও বিক্রি করে ?

উত্তরদাতা: শুধু পশুর ঔষধ বিক্রি করে। গরুর ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: তার কাছে কে গেছিল আপনার পরিবার থেকে ?

উত্তরদাতা: আমার শ্বাশড়ি।

প্রশ্নর্কতা: তো যাওয়ার পরে তাকে গরুর জন্য দুই দিনের ঔষধ দিছিল ? গরুর হাগা হচ্ছিল। কতদিন আগে হইছিল বললেন ?

উত্তরদাতা: বললাম একমাস।

প্রশ্নর্কতা: দুই দিনের ঔষধের জন্য কত টাকা খরচ হইছিল আপা ?

উত্তরদাতা: বিশ টাকা।

প্রশ্নর্কতা: দুই দিন খাইছিল ? তো কিভাবে খাওয়াইছিল ঔষধগুলা ? দিনে কয়টা করে?

উত্তরদাতা: একটা সকালে খাওয়াইছি। তারপরে ভাল হয় নাই। তারপর দিন দেখা গেছে ভাল হয় নাই। তারপর দিন সকালে আর একটা খাওয়াইয়ে দিছি। তারপরে ভাল হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা: কে খাওয়াইছিল ? আপনি না ? আপনার শ্বাশুড়ি ? কে খাওয়াইছিল ?

উত্তরদাতা: শ্বাশুড়ি। আমি তো একা খাওয়াইতে পারি না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। দুইজনে মিলে ধরে খাওয়াইছেন। এখন আপা যেটা জানতে চাচ্ছি আপা আপনি কি মনে করেন, এই যে ঔষধ এন্টিবায়োটিক এগুলা যদি কোন পশুকে খাওয়ানো হয়; তারপরে গরুর শরীরে ঔষধগুলা যাওয়ার পরে কি হইছিল ?

উত্তরদাতা: ভাল হইছিল।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন কি গরু বা মুরগীর জন্য যে ঔষধ আনছিলেন কোন ঔষধ ঘরে আছে ?

উত্তরদাতা: না। না। সব খাওয়ানো শেষ।

প্রশ্নর্কতা: কোন ঔষধ কি ঘরে নাই এখন ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন আমি যেটা জানতে চাচ্ছি, আবার যদি এই গরু বা মুরগী গুলি অসুস্থ হয় ? যখন অসুস্থ হইছিল তখন আপনি ডা:১৯ কাছে গেছিলেন ? মানে এই যে ঔষধ খাওয়ানোর ফলে বা এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর ফলে গবাদি পশুর কোন সমস্যা হতে পারে আপা ?

উত্তরদাতা: না।

(৩৫ মিনিটি ১৭ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: কেন সমস্যা হতে পারে না ?

উত্তরদাতা: ঔষধ খাওয়াইলে তো ভাল হয়ে যায়। কেন সমস্যা হইবো ?

প্রশ্নর্কতা: যেটা আগেই বলতেছিলাম এন্টিবায়োটিক খাওয়াইলে এটার একটা সাইড এফেক্ট বা যে কোন ঔষধ খাইলে আমরা বলি না ঔষধের সাইড এফেক্ট বা রি-একশন হইছে-এ রকম বলি না ? এ রকম হতে পারে?

উত্তরদাতা: হয় নাই তো।

প্রশ্নর্কতা: মানে আপনারাতো আজকে কয়েক বছর ধরে গরু গুলা পালতেছেন প্লাস আপনি তো এই পরিবারে আছেন আজকে বেশ কয়েক বছর ?

উত্তরদাতা: দশ বছর ধরে আছি।

প্রশ্নর্কতা: দশ বছরের মধ্যে কি দেখছেন কেউ পরিবারের ঔষধ খেয়ে সমস্যা হইছে ?

উত্তরদাতা: না দেখি নাই।

প্রশ্নর্কতা: এটা হচ্ছে মানুষের জন্য ? আর গরু বা মুরগীর জন্য ?

উত্তরদাতা: না। দেখি নাই। আমাদের পরিবারে দেখি নাই।

প্রশ্নর্কতা: অন্য কোন জায়গায় দেখছেন ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আর একটা বিষয় হচ্ছে যে, এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স এই শব্দটা শুনছেন ?

উত্তরদাতা: শুনি নাই তো।

প্রশ্নর্কতা: শুনেন নাই। আমি যদি একটা উধাহরন দিয়ে আমি বুঝানোর চেষ্টা করি, যে ঔষধ খাইলে অনেক সময় দেখা যায় যে ঔষধে কাজ করতাছে না ? এ রকম হয় না?

উত্তরদাতা: আমি তো খাই নাই কেমনে বলমু।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন আপনার পরিবারের কেউ বা গরুকে খাওয়াইলেন, গরু সুস্থ হচ্ছে না ?

উত্তরদাতা: কিছু হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা: মুরগীর কোন সমস্যা হইছে ? মুরগীকে কোন ঔষধ খাওয়াইছেন ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: এই যে দশ বছর ধরে আপনি বললেন পবিবারে আছেন; তো পরিবারে বউ হিসাবে তো আপনার অনেক দায়িত্ব, কাউকে ঔষধ খাওয়াইছেন কিন্তু সে ভাল হচ্ছে না ?

উত্তরদাতা: না। ভাল হইছে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স এই শব্দটা কি শুনছেন আপনি ? মানে আমি যেটা বলতেছি এখন সেটা হচেছ মানে ধরেন কেউ অসুস্থ ছিল, ঔষধ খাচ্ছে কিন্তু ভাল হচ্ছে না। এ রকম শুনছেন বা আপনি খেয়াল করতে পারেন ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে আপা ধরেন এন্টিবায়োটিক, কেউ ঔষধ খাইলে ভাল হইতেছে না ? ভাল হওয়ার জন্য আসলে কি করা যায় ?

উত্তরদাতা: ভাল হওয়ার জন্য বড় ডাক্তারের কাছে যাউন লাগে।

প্রশ্নর্কতা: কোন ধরনের ডাক্তার সে গুলা ?

উত্তরদাতা: মির্জাপুর আছে। সেখানে যায়।

প্রশ্নর্কতা: সেখানে গেলে কি লাভ আপা ?

উত্তরদাতা: বড় ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ এনে খায়ে দেখে যে ভাল হইতেছে। এটার জন্য যায়।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে ওখানে বড় ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ এনে খাইলে ভাল হয়ে যায় ?

উত্তরদাতা: ভাল হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনাদের এখানে যে ডাক্তারগুলা আছে, বটতল বা বাঁশতৈল এ যারা ডাক্তারি করতাছে আইয়ুব ডাক্তার, আর একটা কি জানি বললেন গোপাল ডাক্তার-এদের চেয়ে কি বড় ডাক্তার ভাল; না এরা ভাল ?

উত্তরদাতা: এরা ধরেন মোটামুটি ভাল।

প্রশ্নর্কতা: আর বড় ডাক্তার কি এদের চেয়ে ভাল ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: কেন মনে হয় যে ভাল ?

উত্তরদাতা: ঔষধ দিতে পারে। যে এটা খাইলে ভাল হবে। তার জন্য।

প্রশ্নর্কতা: আর কোন ডাক্তার হচ্ছে যে, প্রেসক্রিপশনে বা কাগজে ঔষধের নাম লেখে দেয় গোপাল ডাক্তার, শওকত ডাক্তার বাজারে যারা আছে এরা দেয়; নাকি বড় ডাক্তার যারা আছে তারা দেয় ?

উত্তরদাতা: বড় ডাক্তারের কাছে গেলে লিখে ও বইল্যা দেয়।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে কোন ডাক্তারের কাছে গেলে আপনার সুবিধা ? বড় ডাক্তার নাকি; এরা বাজারে যারা আছে, তাদের কাছে গেলে সুবিধা ? কি মনে হয় আপনার ?

উত্তরদাতা: অসুখ ভাল না হলে তো, বড় ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।

প্রশ্নর্কতা: তো আপনারা পরিবার থেকে এ রকম বড় ডাক্তারের কাছে গেছেন কোন সময় ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: একবার ও যান নাই ? এই যে আপনি ঘরের বউ হয়ে আসছেন দশ বছর। দশ বছরের মধ্যে একবার ও যান নাই ?

উত্তরদাতা: না। না।

প্রশ্নর্কতা: আপনার শ্বাশুড়ি গেছে কোন সময় ? দেখছেন বড় ডাক্তারের কাছে যেতে ? তারপর আপনার বাচ্চার কোন সমস্যা হইছিল যে আজকে সাড়ে চার বছর।

উত্তরদাতা: হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা: আপনার ননদ পুষ্প ওর কোন সমস্যা হইছিল ?

উত্তরদাতা: না। এমনে ছোট মোট ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। সেরে যায়।

প্রশ্নর্কতা: আর পরিবারের যে সমস্ত অসুখ হয় আপনাদের, ধরেন এটা কি ধরনের অসূখ হয় ?

উত্তরদাতা: জ্বর, ঠান্ডা এ গুলা।

প্রশ্নর্কতা: আর ?

উত্তরদাতা: আর কিছু না।

প্রশ্নর্কতা: আর এই যে ধরেন বাচ্চা হইছিল ? বাচ্চা হওয়ার পর কোন এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ খাইছিলেন ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: বাচ্চা কোথায় হইছিল ?

উত্তরদাতা: বাড়িতে।

প্রশ্নর্কতা: যিনি ধরেন ডেলিভারি করাইছিল, সে কি কোন ঔষধ দিছিল ?

উত্তরদাতা: না। না।

প্রশ্নর্কতা: কোন ঔষধ দেয় নাই ?

উত্তরদাতা: না। এমনিই ভাল হয়ে গেছি।

(৪০ মিনিটি ০৯ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আর বাচ্চা যে এত বছর বয়স হল সাড়ে চার বছর, এর মধ্যে কোন অসুখ হয় নাই ?

উত্তরদাতা: ঠান্ডা,জ্বর। এইতো এগুলা।

প্রশ্নর্কতা: তো এগুলার জন্য কোন সময় এন্টিবায়োটিক দিছে আপা ?

উত্তরদাতা: না। এমনি ঠান্ডা জ্বরের ঔষধ দিছে।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে আমরা যদি এমনি একটু জানতে চাই বেশিরভাগ সময় আপনারা ঔষধ আনার জন্য কোন বাজারে যান বটতল, বাঁশতৈল ?

উত্তরদাতা: বাঁশতৈল। ডা:১ কাছে। ঠান্ডা জ্বরের ঔষধ দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আর বটতলায় কখন যান ?

উত্তরদাতা: বটতলে ঐ যে হাসপাতালে যখন দেখা যায় যে ভাল হয় না। জরুরি তখন যাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে হাসপাতালে যে ঔষধ দেয় সেটা খেয়ে ভাল হয় না ?

উত্তরদাতা: হে ভাল হয়।

প্রশ্নর্কতা: নাকি হাসপাতালে ঔষধ না দিলে এখানে ঔষধ কিনতে যান ? নাকি ডাক্তার দেখাতে যান এখানে বটতলে ?

উত্তরদাতা: ডাক্তার বটতলায় যাই দেখাবার জন্য। তারপর ঔষধ দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আপনিতো একটু আগে বললেন যে বাঁশতৈল এ যান বেশি ? বটতলায় কখন ?

উত্তরদাতা: জরুরি থাকলে বটতলায়।

প্রশ্নর্কতা: আর বেশিরভাগ সময় হচ্ছে ?

উত্তরদাতা: বাঁশতৈল এ।

প্রশ্নর্কতা: আর সরকারি যেটাতে যান কখন যান ?

উত্তরদাতা: মাঝে মধ্যে যাই।

প্রশ্নর্কতা: মাঝে মধ্যে যে যান উটা কি বড় কোন হাসপাতাল; নাকি ছোট ?

উত্তরদাতা: ছোট।

প্রশ্নর্কতা: কয়জন বসে ওটাতে ?

উত্তরদাতা: একজন।

প্রশ্নর্কতা: সরকারি ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: আপনাদের যে গরু পালেন আপা, আজকে কত বছর ধরে পালেন বললেন গরু ?

উত্তরদাতা: পাঁচ, ছয় বছর।

প্রশ্নর্কতা: পাঁচ, ছয় বছরের মধ্যে কোন সমস্যা হয় নাই আপা ? এমন কোন সমস্যা যে তাকে দামি ঔষধ খাওয়াইতে হইছে ।

উত্তরদাতা: একবার হইছে। বাচ্চা যখন পেটে আছিল, তখন হাগা। স্যালাইন খাইছে।

প্রশ্নর্কতা: বাচ্চা পেটে থাকতে কি হইছিল ? ও পাতলা পায়খানা। হাগা। স্যালাইন খাওয়াইছিল। হ্যাঁ এটাতো বললেন দুই দিনের জন্য নাকি। শুধু স্যালাইন খাওয়াইছে। নাকি আর কিছু খাওয়াইছে ?

উত্তরদাতা: স্যালাইন খাওয়াইয়া ভাল হয়ে গেছে গা।

প্রশ্নর্কতা: আর বাচ্চার বাবা বা আপনার ননদ এরা কি কোন সময় অসুস্থ হইছে কোন সময় ?

উত্তরদাতা: জ্বর, ঠান্ডায়।

প্রশ্নর্কতা: তো আপা আমাদের কাছে কিছু জানার আছে আপনার ? আমিতো আপনার অনেক সময় নষ্ট করছি। আপনি সংসারের কাজে তো অনেক ব্যস্ত আমি দেখতেছি।

উত্তরদাতা: কাজ কারবার আছে। গরু আছে।

প্রশ্নর্কতা: আপা আমি যে আসছি। কথা বললাম আপনার সাথে। আপনার কিছু জানা আছে ?

উত্তরদাতা: আপনারা কিসের জন্য আসছেন ?

প্রশ্নর্কতা: ঐটাতো প্রথমে আমি বললাম যে আমরা একটা স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজ করতেছি যে এন্টিবায়োটিক কিভাবে কিনে, কিভাবে ব্যভহার করে এটা জানার জন্য। তো আপনার সাথে অনেকক্ষন কথা বললাম। তো যে জিনিষটা আমি বার বারই আবারও শেষের দিকে এসে জানতে চাচ্ছি এন্টিবায়োটিক এটাতো শুনছেন। আপনেই বললেন আপনার প্রসাবের যখন সমস্যা হচ্ছিল; তখন আপনাকে এন্টিবায়োটিক দিছিল। তো জিনিষটা কি আমাকে একটু খুলে বলতে পারবেন আমাকে বুঝায়ে?

উত্তরদাতা: এত কিছুতো আমি বুঝি না।

প্রশ্নর্কতা: আর এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স আমরা যে বলি। এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয়ে গেছে। আমরা যে বলি ঔষধ কাজ করতেছে না বা ঔষধ খাচ্ছে, কিন্তু কাজ করতাছে না। এ ধরনের কোন সমস্যা কি আপনাদের পরিবারে দেখছেন এইখানে ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: দেখেন নাই ?

উত্তরদাতা: না ।

প্রশ্নর্কতা: তো আপা অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে অনেক সময় আমাকে দিলেন। আনেক কথা বললাম। তো আপনার কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য জানতে পারলাম, এইগুলো স্বাস্থ্যসেবার জন্য, গবেষণার জন্য ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তো আমরা আপনার সু-স্বাস্থ্য কামনা করি। আপনার পরিবারের সবাই ভাল থাকুক, সুস্থ থাকুক। তো দোয়া করবেন আমার জন্য। ধন্যবাদ। আসসালামুলাইকুম।

উত্তরদাতা: ধন্যবাদ।

(৪৪ মিনিট ১৫ সেকেন্ড)

----------oooooooooooooooo----------